দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 JAN 1998
পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম [illegible]

প্রাথমিক স্তরের ১০ লাখ ছাত্রছাত্রীকে এবার বিনামূল্যে বই দেয়া হবে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বিনামূল্যে সব ধরনের প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্যবই সরবরাহের ব্যাপারে এ বছরও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক স্তরের প্রায় দশ লাখ ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক না দেবার ঘোষণা দিয়েছে। এসব ছাত্রছাত্রী বেসরকারী (নন-রেজিস্টার্ড) ও এনজিও পরিচালিত প্রায় ১১ হাজার স্কুলে পড়াশোনা করছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ না করলে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর বেশিরভাগ অচিরেই ঝরে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আমলাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ইস্যু করা দু'টি চিঠি। একটি চিঠিতে বিভিন্ন এনজিও ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে বলা হয় যে, 'সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে যথাসময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।' গত ১১ ডিসেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব মোঃ

(১১ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

প্রাথমিক স্তরের

(প্রথম পাতার পর)

খায়রুল আলমের কাছ থেকে এ চিঠি পাবার পর সব ধরনের প্রাইমারি স্কুল যখন যথাসময়ে বই হাতে পাবার প্রত্যাশা করছিল, তখনই সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইস্যু করেছে আরেকটি চিঠি। এতে বলা হয়েছে যে, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কোন নীতি গ্রহণ করা হয়নি। চিঠিতে আরও বলা হয়, পূর্বের চিঠিটি সরকারী সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। উক্ত আদেশ সহকারী সচিব ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে জারি করেছেন বলে এ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। পহেলা জানুয়ারি চিঠিটি ইস্যু করেন সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-৪) রোকসানা ফেরদৌসী।

জানা যায়, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিয়ে '৯৭ সালেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সরকারী হস্তক্ষেপে বিষয়টির সুরাহা হয়। তবে সারা দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছতে মার্চ এপ্রিল মাস লেগে যায়। এবারও তেমনটি আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কেবলমাত্র সরকারী ও রেজিস্টার্ড বেসরকারী ৫৫ হাজার ৪শ' ৯১টি বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই দিতে চায়। প্রশ্ন উঠেছে যে, শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সরকার এত দিন যদি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করতে পারে, তবে এখন পারবে না কেন? আনরেজিস্টার্ড ও এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই না দিতে পারলে জানুয়ারি মাসে এসে তা বলার ব্যাপারটি হাস্যকর বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ বই কেনার খাতে এনজিওগুলোর কোন আলাদা বাজেট নেই। দুএকটি বড় এনজিও ছাড়া প্রায় এক শ' এনজিও বই কিনে দিয়ে স্কুল চালু রাখার বিপক্ষে। এর মূলে কারণ আর্থিক সীমাবদ্ধতা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আকস্মিক এ সিদ্ধান্ত ও পাল্টা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার জানান, আমি দায়িত্ব গ্রহণের আগে এসব ঘটেছে। বিষয়টি আমার নলেজে এসেছে। তিনি বলেন, সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করা হবে কি না সে ব্যাপারে আমরা অচিরেই বসব। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার আছে বলে তিনি জানান।